94

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 27 NOV 1987
পৃষ্ঠা 2 কলাম ৬

রাজশাহী ভার্সিটিতে ছাত্রলীগ পুলিশের সহকর্মীর মত অবস্থান

বাংবিঃ রিপোর্টার ঃ গত সোমবার মধ্যরাতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘটিত ঘটনার প্রক্ষিতে পুলিশ এ পর্যন্ত ছাত্র শিবিরের, তিনটি হলের সভাপতিসহ মোট ২৫ জনকে গ্রেফতার করেছে। ক্যাম্পাসে উত্তেজনা বিরাজ করছে। পরীক্ষার্থী ছাড়া বাকীরা হল ত্যাগ করেছে। ক্যাম্পাসে পুলিশ ও বিডিআরের সংখ্যা ২০ প্লাটুন বলে জানা গেছে। হলগুলো ও ক্যাম্পাসে পুলিশ এবং ছাত্রলীগের কর্মীরা সহকর্মীর মত অবস্থান করছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

এদিকে মুজীববাদী ছাত্রলীগ (শা-পা) বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিষেধাজ্ঞা পর্যায়ক্রমে ভঙ্গ করে প্রশাসন ভবনের পাশে আজ তাদের কাউন্সিল ও সম্মেলনের আয়োজন করেছে। গত ২৩ নভেম্বর প্রক্টরের এক পত্রে ছাত্রলীগকে জানানো হয়, "সম্মেলনের স্থান বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ মিনার চত্বরে অথবা সাবাশ বাংলাদেশ চত্বরে নির্ধারণ করতে হবে। প্রশাসন ভবনের পশ্চিম চত্বরে করা যাবে না।" ছাত্রলীগ এই নির্দেশকে উপেক্ষা করে প্রশাসন ভবনের পশ্চিম চত্বরেই সম্মেলনের স্থান নির্ধারণ করেছে। এ ব্যাপারে প্রক্টরের সাথে যোগাযোগ করেও তাঁকে পাওয়া যায়নি। এই সম্মেলনে আওয়ামী লীগ প্রেসিডিয়াম সদস্য আমীর হোসেন আমু, ডাক ও টেলিযোগাযোগমন্ত্রী মোঃ নাসিম, আব্দুল জলিল, শিক্ষা উপমন্ত্রী জিন্নাতুন্নেসা তালুকদার, ছাত্রলীগ সভাপতি শামীম, সম্পাদক ইসহাক আলী পান্না প্রমুখ বক্তব্য রাখবেন। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এখন এক ভূতুড়ে অবস্থা বিরাজ করছে। ছাত্র-ছাত্রীরা শংকিত কখন কি হয় সেই ভয়ে। হলসমূহে আরো খারাপ অবস্থা। পরীক্ষার্থী ছাত্ররা ছাড়া বাকীরা নিরাপদ দূরত্বে অথবা বাড়ীতে পাড়ি জমিয়েছে। হলসমূহে ছাত্রলীগ কর্মীরা পুলিশী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। অভিযোগ রয়েছে, পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা দলীয় কর্মীর মত ব্যবহৃত হচ্ছে। গতকাল সকাল দশটার দিকে চার-পাঁচজন শিবির কর্মী সোহরাওয়ার্দী হলে আসলে ছাত্রলীগ কর্মীদের আহবানে পুলিশ সেখানে হাজির হয়। অবস্থা টের পেয়ে শিবির কর্মীরা সরে পড়ে। এসময় ছাত্রলীগ কর্মীরা পুরো হলে এক ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। তারা হলের করিডোরগুলোতে গিয়ে বিভিন্ন কক্ষের তালা ধরে ঝাঁকাঝাঁকি করে এবং অশালীন কথাবার্তা বলতে থাকে। এতে হলের ছাত্ররা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। এরপর বেলা সোয়া বারটার দিকে শিবির কর্মীরা সংঘবদ্ধভাবে নিজ নিজ হলে উঠে। পরে পুলিশ তাদেরকে তাড়া করে। এ পর্যায়ে সোহরাওয়ার্দী হলের শিবির সভাপতি শহিদুল্লাহ ও মুরাদুজ্জামান হল প্রাধ্যক্ষের সাথে আলাপ করছিলেন। এসময় ডিবি'র ওসি গিয়ে তাদের গ্রেফতার করে। অপরাপর কর্মীরা সরে পরে। এ ঘটনায় হলে আরো উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ছাত্ররা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। এ ঘটনার পর আরো অনেক ছাত্র ক্যাম্পাস ত্যাগ করে শহর অভিমুখে রওয়ানা দেয়। বাস ধর্মঘট থাকায় দূরের যাত্রীরা ট্রেনে গাদাগাদি করে বাড়ীর উদ্দেশে চলে যায়। বাস ধর্মঘট থাকায় ছাত্ররা উভয় সংকটে পড়েছে।

হল তল্লাশি

পুলিশ গত সোমবার মধ্যরাতে শের-এ-বাংলা হল ও মতিহার হলে তল্লাশি চালায়। কোন অস্ত্রশস্ত্র বা নিষিদ্ধ দ্রব্য না পেলেও পুলিশ এ দুটি হলের শিবির সভাপতিসহ ২৫ জনকে গ্রেফতার করে। শের-এ-বাংলা হলের সভাপতি মোবাশ্বের হোসেনসহ এ হল থেকে ২০ জনকে এবং মতিহার হল থেকে হল সভাপতি আবুল কালাম আজাদসহ ৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়। এসময় পুলিশের জনৈক কর্মকর্তা অনেক ছাত্রের সামনেই "৫টি মামলার পাঁচশ' গ্রেফতার করা হবে" উল্লেখ করেছেন বলে ছাত্ররা জানিয়েছেন।